Radio Serial Script No. 32: Non-economic services provided by natural resources & eco-systems – Part II.

রচনা

সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরাম – এর পক্ষে

সত্যব্রত রায় বর্ধন

শ্রুতি নাটকটির কুশীলব

সুন্দরবন

উদ্দালক সেন – একটি নামকরা তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মী
দ্যুতি গুহ - ঐ একই সংস্থার বরিষ্ঠ কর্মী
মতি পাইক – নৌকার মালিক
শরৎ সরদার – বয়স ষাট-সত্তর। সুঠাম গড়ন। জালিখালির সম্পন্ন চাষি, যৌবনে ডাকাত ছিল
উপেন সরদার - স্থানীয় চাষি। জালিখালির বাসিন্দা। শরৎ সরদারের সাগরেদ।

পুরুলিয়া

দত্তাত্রেয় ঘোষ - একটি নামকরা তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মী
তিয়াস বসু - ঐ একই সংস্থার কর্মী
বৃন্দাবন মাহাত - কৃষিবিজ্ঞানী
ভবনাথ সিং – জমির দালাল, নিজেকে রিয়েল এস্টেট পরামর্শদাতা বলে।
অগ্রসেন আচারিয়া (আগুরি চারী) - পুরুলিয়ার বাসিন্দা, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মী।

পর্ব – এক

সুন্দরবন

উদ্দালক সেন – একটি নামকরা তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মী
দ্যুতি গুহ - ঐ একই সংস্থার বরিষ্ঠ কর্মী
মতি পাইক – নৌকার মালিক
শরৎ সরদার – বয়স ষাট-সত্তর। সুঠাম গড়ন। জালিখালির সম্পন্ন চাষি, যৌবনে ডাকাত ছিল
উপেন সরদার - স্থানীয় চাষি। জালিখালির বাসিন্দা। শরৎ সরদারের সাগরেদ।

(মেশিনে চলছে নৌকো। উপেন আর মতি নৌকোর পেছন দিকে। ছইয়ের কাছে বসে তিনজন)

শরৎ - হ্যাঁ দাদা তখন যা বলতেছিলাম। আমি তখন ডাকাতি করতাম। সোঁদরবনের এ অঞ্চল কাঁপত শরৎ ডাকাতের নামে দাদা।

(সবাই চুপ)

শরৎ - দাদারা কি পূর্বে এদিকে আলেন? না কি পেথম?

উদ্দালক – বকখালি তিন দিনের বেড়াতে আসা যদি আসা বলেন তবে এসেছি।

দ্যুতি – আমার সেটুকুও নেই। একদম মেডেন, মানে প্রথম আসা।

শরৎ - আপনাদের দেখে সেডা মনে হয়। তবে আমরাও পেথম। তবে দুই তিনশ বছর পূর্বে।

উদ্দালক – কী রকম?

শরৎ - সেই পশ্চিম থেকে আমাদের আবাদে আসা। জঙ্গল কাটতি আর বসত বসাতি।

উদ্দালক – ইংরেজ আমলে সুন্দরবনকে কৃষিকাজের যোগ্য তোলার কাজ সুরু সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তখন?

শরৎ - তা হবে। শুনেছি বাবার ঠাকুরদা, কি তারও বাপ, পেথম আসেন।

দ্যুতি – তখনো এমন জঙ্গল, এত গাছ, এত নদী ছিল?

শরৎ - ছিল দিদি, ছিল। তো ধরেন আমিই বাল্যকালে যা দেখেছি তাই তো আর নাই। কত পাখি ছিল, কত মাছ ছিল। কত গাছ ছিল নানা রকমের।

উদ্দালক – মানুষ কেটেছে, ঝড় উপড়ে দিয়েছে গাছ। আবার এই জঙ্গল ঝড়ের হাত থেকে মানুষকে বাঁচায়।

শরৎ - মুখ্যুসুখ্যু মানুষ মোরা। সবটা যে বুঝি তা না। তবে এটা বুঝি আমরা যদি বাঁচায়ে না রাখি এই গাছ, এই খাল, নদী, এই পাখি, এমন কি কুমীর বাঘ, সব – তবে আমরাও বাঁচব নাই। ভগবান দেছেন দুহাতে। বাঁচাতে হবে আমাদেরই। ঠিক কিনা দাদা?

দ্যুতি – ওয়েল, কত রকম গাছ আছে?

শরৎ - আমি নিজে দেখেছি, নিজে চিনি বাইন, কেওড়া, গর্জন, ধুঁদুল, পশুর, গরান, হেঁতাল, সুঁদরী, গেমো। শুনেছি ষাট রকমেরও বেশি গাছ আমাদের এখানে আছে। আর ছড়িয়ে আছে একশর বেশি দ্বীপে দিদি।

দ্যুতি – গ্রেট।

(একটা লঞ্চ ভোঁ দিতে দিতে পাশ দিয়ে যাবে)

উদ্দালক – বকখালি যাবার সময় দোয়ানি নামে একটা নদী ক্রস করতে হয়েছিলো। শুনেছিলাম সেই নদী দিয়ে বাংলাদেশে কার্গো যায়।

শরৎ - তো কয়েকটা নদীর নাম শোনবেন? এ সবগুলি কিন্তু আমার দেখা না। মাতলা, বিদ্যে, রায়মঙ্গল, চুলকাটি, ঝিলানদী, সুইয়া, মচুয়া, দাদনকাটি। আমাদের গ্রামের নাম জালিখালি। কেন? না দুইটা নদী আর দুইটা খাল জালিখালিরে ঘিরে রাখল জালের মত।

উদ্দালক – বেশ মজার নাম সব।

শরৎ - আমাদের আর আশপাশের তিনটা গ্রামে হরেক রকম মাছ ধরার জাল বোনা হয়। তা থেকেও জালিখালি হতে পারে।

উদ্দালক – পারে। কোয়াইট পসিবল।

শরৎ - আরেকখান কথা বলি। এই যে আপনারা বেড়াতে আসেন এতে আমাগেরে উবগার হবেন। টাকা পয়সা খরচ-খরচা করবেন। লোকে দুইটা টাকার মুখ দ্যাখবে। ঠিক কিনা?

উদ্দালক – তা হবে।

শরৎ - অচখ দেখেন এখেনের গাছ, নদী, পাখি, বাঘ, হরিণ সব ভগবান দেছেন বিনি মাগনায়। এরে আমরা বাচায়ে রাখি। কারন কি? ইদির সাথে আমার বাচা-মরা। ঠিক কিনা?

দ্যুতি – করেক্ট।

(ডাঙ্গা দিয়ে অনেক লোক ঘন্টা, ঢাক বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে)

শরৎ - আমাদের মদ্যি অনেক পুজা-আচ্চা আছে যা আপনাদের পছন্দ হবেনি। ওই যে যাতেছে ঢাকঢোল বাজায়ে। চেয়ে দ্যাকেন।

দ্যুতি – কিসের পুজো? ছট পুজোর মত দণ্ডী কাটছে মনে হয়?

শরৎ - পাঁচু ঠাকুরের পুজো। আমাদের ছ্যানাপোনাদের বাচায়ে রাখে ইনি। একেবারে কালো হাঁড়ির মতো দেখতে তিনি। মায়েরা মানত করে, দণ্ডী কাটে।পুজো হলি ঠাকুরের থানখানিতে গাছে ঢেলা বাধে। ওই গাছখানিরে বাচায়ে রাখে।

দ্যুতি – শিশুরা বাঁচে?

শরৎ - গাছে ঢেলা বাধলে পুয়ে পাওয়া বাচ্চা বাচে দিদি? বাচে না। তবুও বাধে। গাছখান তো বাচে। আমাগেরে গেরামে একখান পাঁচু ঠাকুরের থান আছে। তা বটগাছখানার বয়স ছকুড়ি হবেন।

উদ্দালক – দ্যুতি ম্যাডাম, টেঁকসই উন্নয়ন। বনসম্পদের রক্ষা, আন্ডারস্ট্যান্ড?

দ্যুতি – ইয়েস্, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড।

শরৎ - বোঝলাম না দিদি, তবে আন্তাজ করতি পারি। একটা ভালো কাজ হচ্ছে, একটু ঘুরায়ে। এই তো?

(দ্যুতি ও উদ্দালক জোরে হেসে ওঠে)

শরৎ - আমরা গরিবগুরবো মানুষ। জলজঙ্গলের মদ্যি বাস। আমাগেরে জন্মানো থেকে মিত্যু অব্দি যত কাজ কাম সবতাতেই একখান দ্যাবতা লাগেন, একখান পুজা করতি হয়। একখান পাঁচু ঠাকুরের কতা কলাম।

উদ্দালক – আরও আছেন? কে তাঁরা?

শরৎ - আজ্ঞে লাইন ধরি কতিছি। ধরেন জেলিয়ারা। মাকাল তাদের দ্যাবতা। মাটির একটা ঢিবি পুকুর, ভেড়ি, বিল, খাল যে কোনও জলের ধারি গড়ে নিয়ে পুজা করবেনে। পুজার কোন টাইম নাই দাদা। মাছ ধরতি যাবার এগে করলেই হল। তারপর ধরেন ওলাইচণ্ডী। ওলাইবিবি বলেন কোথাও।

উদ্দালক – তিনি তো বিখ্যাত। কোলকাতা শহরেও তিনি পূজিত হন।

শরৎ - ঠিক। এনারে হিন্দু মোচলমান সব্বাই মানেন। হিন্দুরা তাঁদের মতো সাজান। মোচলমানেরা সালোয়ার কামিজ টুপি পরাবেন। ইনি ওলাওঠার দ্যাবতা দাদা।

উদ্দালক – সেকী হিন্দু মুসলিম দুই পক্ষই মানে। শুনিনি আগে, নেভার হ্যাড ইট বিফোর।

শরৎ - না মাইনবেন তো যাবেন কোতা? উঠতি মোচলমানের লাগে হিন্দুরে, বোসতি হিন্দুর লাগে মোচলমানেরে। ঝগড়া কাজিয়া যা হবেন মিটোয়ে দেবে মুরুব্বিরা। ঠিক কিনা?

উদ্দালক – কি দ্যুতি ম্যাডাম, ভাবতে পারছেন?

দ্যুতি – ভাবতে পারছি বললে মিথ্যে কথা, তবে অনেক বছর আগে একবার আমাদের গ্রামের বাড়ি বীরভূম ডিস্ট্রিটে আমি গিয়েছিলাম উইথ মাই ড্যাড। সেখানে এইরকম একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেখেছিলাম।

শরৎ - (একটু উচ্চ স্বরে) কীরে উপিন ভালা কথা, বলি দেবার দা খান আনিছু তো। (স্বর নামিয়ে) দিদি আমার ঠাউরদার বাপের একখান দা ছেল। তা তিনিও শুনেছি আমার মতো একটুকুন ডাকাইত ছেলেন। ওই দাখান দে বলি দেতেন। তো সেই দাখান আমি পালাম।

উদ্দালক – (নিম্ন স্বরে) মাই গড! দ্যাট ওয়ান শ্যাল বি এপ্লায়েড অন আস!

দ্যুতি – (নিম্ন স্বরে) আই হোপ নট! বাট ইটস্ ফিসি আই মাস্ট সে।

উপেন - (বেশ উচ্চ স্বরে) আনিছি। এখন দ্যাখবেন?

শরৎ - (একটু উচ্চ স্বরে) নাঃ। কি আর কাটব এ্যাহন? থাক। ওখানেই হবেখুনি। (দ্যুতিকে বলবেন) বোঝলেন দিদি। কাল গেরামে বনবিবির একখান পুজা আছে। বলি দিতি হবেন।

উদ্দালক – তা আর কত সময় লাগবে পৌঁছাতে দাদা।

শরৎ - আর না। পেরায় আসি গেলাম। ঐ যে পুলিশের লঞ্চখান গুডি গুডি যায় আর হাঁকড়ায়, উরির কাছে যাতি হবেন। আমাগেরে গেরাম অইপানে। তা আর একখান পুজার কথা শোনা করেন। মৌলেদের কতা।

উদ্দালক – যারা মধু আনে বন থেকে?

শরৎ - এনারাও কিন্তুক গাছরে পুজা করে, পোকারে পুজা করে। নিজির জন্যি মধু আর গাছের জন্যি যত্নআত্তি।

উদ্দালক – সারা বছর মধু আনে বন থেকে?

শরৎ - না দাদা। গরমের সময় যাবেন মৌলেদের দল। একখান গুনীন যাবেন দলে, পোকা মানে মৌমাছি দেখে দেখে চাকের খোঁজ করা চালা যাবেন। বাঁদরেও খোঁজ দেন। কুই কুই করে মৌলে দেখে। মধু খাতে পাবে সেই আশায়।

উদ্দালক – বেশ মজার তো!

শরৎ - আজ্ঞে হ্যাঁ, বড় মজার। গুনীন বাঘের পুজা করে মন্ত্র দে মুখ খিলান করে দেবেন। শুদু বাঘ না, ভুত পেরেত কুমীর সব্বার মুখ খিলান করে দেবেন। দলের কেউ থুথু ফেলবেন না মাটিতে, প্রস্রাব পায়খানা করবেন না। সব গাছের পাতা ছইরে। গাছের কোন খেতি করা বারণ, মাটির খেতি করা বারণ। মানেটা হল যে তোমার ভাতের বেবস্থা করে তারে তুমি দ্যাখবা। বুঝলেন কি?

দ্যুতি – তো ওই পুজোর মন্ত্রে কাজ হয়? কত লোক তো বাঘ মেরে ফেলে প্রতি বছর?

শরৎ - দিদি অনেক গুনীনরেই তো বাঘে নে গেছে। বনে নেছে, নৌকো থেকেও নেছে। নোকাচার দিদি যাবে কত্তি?

উপেন - (বেশ উচ্চ স্বরে) দাদা আসি গিলা। গুছোয়ে নেন আজ্ঞে আপুনিরা।

শরৎ - দাদা দিদি গা তোলেন। উইটি মোদের ঘাট বটে।

(বিরতি)

পর্ব – দুই

[বিকেলবেলা। নরম রোদ। শরৎ সরদার, দ্যুতি, উদ্দালক একটা খালের সামনে বসে। উপেন সরদার একটু দূরে দাঁড়িয়ে।]

দ্যুতি – আমরা কিন্তু কাল চলে যাব দাদা।

শরৎ - যাবেন যাবেন। বেবস্থা করিছি। কাল ছেলেখান তার মেয়েডারে নে যাবেন। ওই লৌকোতেই যাবেন।

উদ্দালক – তার কি আলাদা নৌকো?

শরৎ - ইখানে যার যার তার তার। আমার, ছেলের দুজনের দুটো লৌকো। কেউ কারে ডিসটাপ করিনা দিদি।

উদ্দালক – (দূরে খালের ওপারে অনেক লোক দেখে) ওখানে কি হল আবার?

শরৎ - বনবিবির পূজা হবে মনে লয়।

উদ্দালক – এই নামটা শোনা। বাঘের রাণী। তাই তো?

শরৎ - ও নাম করতি নেই। আমরা বলি বড়দা, হালুমচাচা। কেউ বলি ডোরাকাটা, বড়মিঞা। আরও আছেন। তা বনবিবি হলেন মোচলমানের মেয়ে। দক্ষিণরায় হলেন গে হেঁদুর।

দ্যুতি – রিয়েলি? বনবিবি বনের আর দক্ষিণরায়, আপনার বড়মিঞা, তা জানি। হিন্দু-মুসলিম জানি না।

শরৎ - ফকির সাহেব আর গুলাল বিবির যমজ ছেইলে-মেইয়ে শা-জংলি আর বনবিবি। দক্ষিণরায় হলেন আক্ষস আজার ছেইলে। তো তেনার মা লারায়নির সাথে বনবিবির জুদ্দু হলেন। তাতে লারায়নি হারে গেলেন। কিন্তুক শান্তি আলেনা।

দ্যুতি – তা শান্তি আলে কি প্রকারে?

শরৎ - ধনা আর মনা আমির হল মধু বেইচে। বেওয়ার আওলাদ দুখেরে নে আসি জঙ্গলে দিলে কাঠ কাটতি। আর উদিকে বড়মিঞা গেল তারে খাতি। দুখের আত্তনাদ সুনি শা-জংলি আর বনবিবি ছুটি আলে। শা-জংলি দক্ষিণরায়রে মারলে এক জবর থাপ্পড়। তেনার ঘাড় একটু বেকে গেল থাপ্পড় খায়ে। সেইদিন থেকে সব দক্ষিণরায়ের ঘাড় আজ্ঞে একটুকুন বেকা। বোঝলেন কিছু?

দ্যুতি – বোঝলাম দাদা। সব রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ঘাড় বেঁকা হবেক ইডা একটা খপর বটেক!

উদ্দালক – দ্যুতি ম্যাডাম লোকাল ডায়লেক্ট ধরে ফেলেছেন!

শরৎ - (স্বর উঁচু করে) উপিন বাসিমায়েরে ক আমাগেরে চিংড়িমাছ ভাজে দিতি। মুড়ি দিতি। (হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে) আরে আরে, উপিন ওই সুমুন্দির পুতরে ধর। পেলাস্টিকের বোতল ফেলা করি পালায়ে যায়। মারে শালোরে চার জুতার বারি।

(একটা ধর ধর মার মার গোছের গোলমাল হয়ে থেমে যাবে)

শরৎ - কিচু মনে নেবেন না দিদি। জালিখালি গেরামে একচুটকুন পেলাস্টিক আপুনি পাবেনি বাইরে। দুইখান বিয়োন ছাগল আর তিনখানি দুধেল গাই ওই পেলাস্টিক খায়ে মরল। দুবছর পূর্বে। সবাই মিলে সেদ্ধান্ত হল কেউ পেলাস্টিক ফেলতি পারবেনা।

দ্যুতি – বলেন কি? এতো আমরা কোলকাতা শহরের লোকেরা মানিনা!

শরৎ - আমরা মানি দিদি। কারণ এসব না মানলি আমরাই যে বেপদে পরব। পাঁচু ঠাকুরের পুজো বলেন, ওলাইবিবি, ঘেঁটু পুজো বলেন, কি মাকাল, টুসু, বনবিবি, দক্ষিণরায়ের কতা বলেন – আমাদেরগে মনে জোর দিচ্ছেন। তবে হ্যাঁ, বন গাছ-গাছালি, জল-জমি না বাইচলে আঁরা বাঁচব না, ইটা জানি।

উদ্দালক – একটা কথা বলি। ওরকম একটা দুর্ধর্ষ ডাকাতের জীবন থেকে এই শান্ত জীবনে ফিরতে অসুবিধে হয়নি?

শরৎ - হল না, তা কতি পারব না। কত সময়, দিনমানে, সাঁঝবেলা, রেতে এই খালের পারে, এই গাছের নিচি বসে থাকলাম। ভাবলাম এই জঙ্গল, এই খাল, এই মাটি মাগনা পালাম। তো অত নোলা কিসের?

(উপেন মাছভাজা ও মুড়ির ধামা এনেছে)

শরৎ - নেন দাদা, দিদি নেন, টাটকা চিংড়িভাজা দে মুড়ি খান। অসুদ দে ভাজা মুড়ি না, মোর মা জননী ভাজলে খোলাতে। শহরে পাবেন নি। যা বলতেছিলম। মুই নেকাপড়া জানিনা। এই মোদের বাদাবন এটা তো জানেন?

উদ্দালক – তা জানি। নোনা জলের এই উদ্ভিদ নানা প্রজাতির নানা প্রাণীদের, তা মাটির হোক বা জলের বা উভচর হোক, তাঁদের বাঁচতে সাহায্য করে।

শরৎ - ঠিক কলেন দাদা। তা সে বড়মিঞা হোক কি মেছো বেড়াল, কি ভোঁদড়, কি সাপ, কি শামুক, কি পোকামাকড় যাই হোক। পাখী? তা ধরেন দু-তিন শ রকমের পাখী হবেন। সব্বাইরে বাঁচায়ে রাখতিছে। কি দিদি ঠিক কলাম?

দ্যুতি – দাদা আপনার মত বলি? ঠিক কলেন। তো আপনারে আমি শুধাই? জালিখালি আসবার সময় লম্বা লম্বা পায়ের মত শেকড় বার করা গাছ, গায়ে গায়ে লেগে থাকা বিশাল বিশাল গাছ এরা আপনার কাজে লাগে? কি কাজে লাগে বলুন।

শরৎ - ধরি ফেলিছেন। মাটিরে ধরি রাখে। পাতা খসি পড়ে আর জলে ভাসতি ভাসতি পচে যায়। পোকামাকড়ের খাবার ওগুলান। কেমন কিনা?

দ্যুতি – ঠিক।

শরৎ - তাইলে দেখেন আপন মনে বিনা কথায়, পয়সা না নে আমাগেরে সব গুছয়ে দেচ্ছে। আর এটা যেদিন বোঝলাম মাথাডা ইস্থির হল সেদিন থে।

উদ্দালক – খুব শান্তিতে আছেন দাদা আপনারা। শরৎ - না দাদা, শান্তিডে আপনি ভাবলে আছে, নাইলে নাই। চলেন ঘরে যাই। এখন আবার তেনারা বেরুতে পারেন। কইরে উপিন তোর টেপাকলটারে আন।

(সমাপ্ত)

পুরুলিয়া

দত্তাত্রেয় ঘোষ - একটি নামকরা তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মী
তিয়াস বসু - ঐ একই সংস্থার কর্মী
বৃন্দাবন মাহাত - কৃষিবিজ্ঞানী
ভবনাথ সিং – জমির দালাল, নিজেকে রিয়েল এস্টেট পরামর্শদাতা বলে।
অগ্রসেন আচারিয়া (আগুরি চারী) - পুরুলিয়ার বাসিন্দা, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মী।

পর্ব – তিন

[বাস স্ট্যান্ড। জেলার নানাদিকের বাস যায় এখান থেকে। ফলে বেশ জমজমাট। ছোটোখাটো হোটেল, চায়ের দোকান খদ্দেরে ঠাসা। দত্তাত্রেয় ও তিয়াস কিছুক্ষণ আগে শহর থেকে অন্য বাসে এসে পৌঁছেছে। সকাল ছটা মত বাজে]

দত্তাত্রেয় – কীরে ভোর রাতে হাঙ্গামা করে তুললি। কোথায় তোর চারীদাদা?
তিয়াস - আসবেন, আসবেন। ছোটকাকা কাল রাতেও কথা বলেছেন।
দত্তাত্রেয় – কি বলেছেন? কোথায় দাঁড়াতে বলেছেন জানিস কিছু?
তিয়াস - জানব না কেন? বলেছেন আদির চায়ের দোকানে দাঁড়াতে।

(ঝালদা,ঝালদা বলে হাঁকতে হাঁকতে একটা বাস যেতে আবার খনিকটা শান্ত)

দত্তাত্রেয় – তা কোনটা তোর আদি না গাদির চায়ের দোকান, সেটা তো বার করবি।
তিয়াস – করছি করছি, (সামনের দোকান দেখিয়ে) ওই দোকানে দুটো চা বল তো আগে।
দত্তাত্রেয় – কেন তুই বলতে পারছিস না? তোর বলে সব চেনা, সব জানা। কি যেন বলিস, পুরুলিয়ার মেইয়ে আমি!
তিয়াস – ঠিকই বলি গুরু। (দোকানীকে বলবে) এই যে দাদা দুটো চা। দুধ ছাড়া। চিনি কম।
দত্তাত্রেয় – তা তোর চারীদা করেনটা কি? থাকেন কোথায়?
তিয়াস – চারীদা আসলে আচারিয়া। সবাই বলে, ওনারা নিজেরাও বলেন, আমরাও বলি চারী। শুনেছি অনেক আগে তখনকার মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে এখানে ওনার পূর্বপুরুষ পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার দিকে আসেন। মাইগ্রেশন বলা যায়।
দত্তাত্রেয় – (দোকানী চায়ের গ্লাস এগিয়ে দিতে) নে চা নে। তারপর? তাঁর অকুপেশন কি?
তিয়াস – (চা খেতে খেতে) ওঁনারা ব্রাহ্মণ। শুনেছি গাঁয়ের কাছে পাহাড়। পাহাড়ে চূড়াতে পুজো হয়, মেলা বসে। পুজোকে বলা হয় বুরু পুজো। চারীদার বাবা পুরোহিত সেই পুজোতে।
দত্তাত্রেয় – (চা খেতে খেতে) তো সে তো সাঁওতালদের পুজো।
তিয়াস – ঠিক। ওঁদের ফ্যামিলিতে সাঁওতাল, মুন্ডা মেয়েরা এসেছে। চারীদার দুই পিসি বিয়ে করেছে মাহাতোকে।
দত্তাত্রেয় – আরে ব্বাস্। আন্তর্জাতিক ব্যাপার বল!
তিয়াস – তবে ওই যে পুজোর কথা বললাম সে হয় পৌষ মাসে। গ্রামে গ্রামে এমন পুজো আর মেলা খুব জমে ওঠে।
দত্তাত্রেয় – আমার শোনা কথা, এই সব মেলাতে দেখতে হয় মহুয়ার মদের স্রোত। খাবারদাবার বিক্রি হয়, সংসারের কাজে লাগে তাও নাকি পাওয়া যায়?
তিয়াস – আসলে জানিস দত্তা, গ্রাম বাংলার জীবনে এই মেলার একটা খুব বড় ভূমিকা আছে।

দত্তাত্রেয় – অন্য মেলার কথা জানিনা, তবে তোদের এই পুরুলিয়া-টুরুলিয়া বা বাঁকুড়ার মেলাতে আদিবাসীদের পুজো আর মেলা মিলে একটা সামাজিক মেলামেশার সুযোগ আছে।

তিয়াস – আবার তার সাথে বনজঙ্গল, যেটা ওদের খুব কাছের, রোজকার জীবনে মিলেমিশে আছে তার সাথেও যেন একটা রিনিউড রিলেশনশিপের কাজ করে।

(আগুরি চারী। বছর ত্রিশ বয়স। ভালো মানুষ)

আগুরি – নমস্কার, একটা কথা বলি? আপনি কি শিবনারায়নবাবুর বিটি? বিজাডিহি যাবেন?

তিয়াস – না, শিবনারায়নবাবু আমার কাকা। ছোট কাকা। আমি ওনার দাদার মেয়ে। হ্যাঁ, আমরা বিজাডিহি যাব।

দত্তাত্রেয় – এক মিনিট। আপনি কি চারীদা? আগুরি চারী?

আগুরি – ঠিক, আমি আগুরি চারী। শিবনারায়নদা কাল আমারে –

দত্তাত্রেয় – ব্যস্। বাকি সব পরিষ্কার। আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। একটু চা খাবেন?

আগুরি – খাব। এক মিনিট। আপনারা খাবেন তো?

দত্তাত্রেয় – আমাদের এক রাউন্ড হয়েছে। হোক আবার না হয়।

আগুরি – (উঁচু স্বরে) আদি, এই আদি তিনটা বটে।

দত্তাত্রেয় – তিয়াস তুই একটা যা তা। আদির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছি, আর একবার জিজ্ঞাসা করলি না, আদির চায়ের দোকান কোনটা। হোপলেস।

আগুরি – আমি শিবনারায়নদাকে বলেছিলাম আপনাদের আদির দোকানের সামনে যেন দাঁড়াতে বলেন। তা আপনারা তো ঠিকপানে দাঁড়িয়ে।

দত্তাত্রেয় – ওটা অ্যাকসিডেন্টালি।

আগুরি – নেন চা নেন। শিবনারায়নদা আমার ইস্কুলের মাস্টের। আমার নাম অগ্রসেন আচারিয়া। সবাই ডাকে আগুরি চারী।

তিয়াস – আমার নাম তিয়াস বসু। আমার বাবা পুরুলিয়াতে ডাক্তার ছিলেন। আমি কলকাতায় একটা আইটি ফারমে চাকরি করি। এ আমার অফিস কলিগ --

দত্তাত্রেয় – (তিয়াসের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) দত্তাত্রেয়, দত্তাত্রেয় ঘোষ।

আগুরি – আপনারা শুনলাম বিজাডিহি যাবেন। বৃন্দাবন স্যারের কাছে?

তিয়াস – আসলে আমরা তো আইটি ইন্ডাস্ট্রির লোক, হপ্তার ছটা দিন খুব খাটাখাটনি। হঠাত দিন সাতেকের গ্যাপ পেলাম। অনেকদিন কাকার কাছে আসা হয়না তাই আরকি।

দত্তাত্রেয় – তিয়াসের কাকা অনেকদিন নাকি ওকে দেখেন নি। তাই এদিকে এলাম। আমার কাছে পুরুলিয়াও যা বাঁকুড়াও তা। বেড়াতে পেলেই হোল।

আগুরি – বেশ করিলেন।

তিয়াস – কাকাই বললেন শহরের জীবনের বাইরে যাও। দুদিন বৃন্দাবনবাবুর ওখানে ঘুরে এসো। কেবল ভাবছি -

আগুরি – (হেসে উঠল একটু জোরে) শহরের স্নান আর বাথরুম? কুনো ভাবনা নাই। বৃন্দাবনদার ওখানে কলকাতা ছাড়ান দেন, বিলাইতি লোক আসেন বটে, সব বেবস্থা আছে।

দত্তাত্রেয় – তা আমরা এখন যাব কোথায় বা কীভাবেই বা যাবো?

তিয়াস – চারীদা আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। এবার পুরো ভার আপনার। কাকা সেই কথাই আমাকে বলে দিয়েছেন। বলেছেন চারীই সব করবে ভেবো না।

দত্তাত্রেয় – দাদা, অনেস্টলি বলছি তিয়াসের ভাবনা একরকম। আমার ভাবনা অন্য রকম।

আগুরি – অন্য রকম? কী রকম শুনি? শুনলে ঠিক করা যাবে কি স্যারের কথামতোই কাম করবো বটে।

দত্তাত্রেয় – ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং অ্যাম হাংরি। (হাতের ঘড়ি দেখে) সকাল আটটা বাজে। দুই গেলাস চা ছাড়া –

আগুরি – (মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) সেকী আপনারা সকালে জলটল খেয়ে আসেন নি?

তিয়াস – কী অসভ্য রে তুই দত্তা! কাকিমা রুটি-তরকারী করে দিতে চাইলেন, তখন যে ন্যাকালি, বললি, আপনি একদম ভাবেন না, আমরা বাইরে ব্রেকফাস্ট করে নেব!

দত্তাত্রেয় – কী মুশকিল, আমি ওটাই তো বলছি, অ্যাম হাংরি, এবার টু ব্রেক দ্য ফাস্ট।

আগুরি – ঠিক আছে, ঠিক আছে। দেখছি আমি। ভালো কথা, ঘুগনি খান তো? এখানে খুব ভালো আর গরম গরম টাটকা ঘুগনি পাবেন।

দত্তাত্রেয় – গরম গরম ঘুগনি? জাস্ট ভাবা যায়না। তবে দেখুন এই মেমসাহেবের চলবে কি না।

তিয়াস – বোকা বোকা কথা বলিস না তো দত্তা। মনে রাখিস আমি পুরুলিয়াতে অনেক বছর কাটিয়েছি।

দত্তাত্রেয় – না না তা জানি। তবে বালীগঞ্জ প্লেস তো আর পুরুলিয়া নয় গুরু!

আগুরি – তাহলে একটু ওদিকপানে পালিয়ে চলুন। ওখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর একটা দুকান আছে। দিনে বিশ-তিশ কিলো ঘুগনি ব্যাচে বটে।

(তিনজন হাঁটতে হাঁটতে যাবে। শব্দের ধরন পাল্টাবে)

আগুরি – স্যার যা বলেন তা হল আদিবাসীদের জীবনে প্রকৃতির প্রভাব, সম্পর্ক - এগুলান আপনাদের বুঝাতে। আর একটা বিষয় যেটা নাকি বৃন্দাবনদার ওখানে কবে দেখেছিলেন তিনি। দেবতার থান।

দত্তাত্রেয় – দেবতার থান? হ্যাঁ হ্যাঁ ওরকম কিছু একটা কাল রাতে বলছিলেন। ভালো কথা দাদা, আপনি কি এখানেই থাকেন?

আগুরি – না আমি দিন চার থাকপো। একটা কাজ নিয়ে এলাম। হলে ফিরে যাব। আমি থাকি পুঞ্চা থানা এলাকায় একটা শবর গেরামে।

(একটি ঝুপড়ির সামনে দাঁড়িয়ে)

আগুরি – মালতী পিসি মোদের তিন জায়গাতে দাও। নক্কা প্যাঁজ আলাদা দেবানে।

(বিরতি)

পর্ব – চার

[কৃষিবিজ্ঞানী বৃন্দাবন মাহাত একটা তালপাতার চাটাইতে বসে। পাশে ল্যাপটপ, সামনে পাঁচ-ছটা মাটির সরাতে ধানের নমুনা। হাতে একটা আতশকাঁচ। দরজাতে ভবনাথ সিং, জমির দালাল। কাঁধে একটা বন্দুক ঝোলানো।]

ভবনাথ – রাম রাম, অন্দর আসবে মাস্টারসাব?

বৃন্দাবন – (কাজে মগ্ন। শুনতে পান নি। বিড়বিড় করছেন) স্ট্রেঞ্জ! এমন তো হবার কথা না! কাজ সিস্টেম্যাটিক না হলে এতো হবেই। (এবার খেয়াল হল) হ্যাঁ, কি বলছেন?

ভবনাথ – আমি ভিত্রে আসবে?

বৃন্দাবন – ভেতরে আসবেন? আরে, অবশ্যই আসবেন, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।

ভবনাথ – নোমোস্কার। আমি ভবনাথ সিং আছে মাস্টারসাব। আপনার সাথে পোরিচয় করতে এলাম।

বৃন্দাবন – নমস্কার, নমস্কার। বসুন। তো বন্দুকে সেফটি ক্যাচ দেওয়া আছে তো?

ভবনাথ – আরে বাস্। আপনি বন্দুক-সনদুক চিনলেন?

বৃন্দাবন – হ্যাঁ, চিনি বইকি। আমার একটা রাইফেল আছে। আরে আপনি দাঁড়িয়ে কেন বসুন? চাটাইতে বসতে অসুবিধে হবে নাতো?

ভবনাথ – মাস্টারসাব মিট্টিমে জনম, মিট্টিমে মরবে, মাঝে থোড়া মিট্টিমে কাম করব। অসুবিদে হবে কেনো?

বৃন্দাবন – ঠিক ঠিক। তো আপনার পরিচয়?

ভবনাথ – আমি ভবনাথ সিং আছে। যারা মিট্টি নিয়ে কাম করে তাদের সলা দি, মতলব এডভাইস্ করি।

বৃন্দাবন – ঠিক বোঝা গেল না। তো আমি ধানের পরামর্শ দিই, আপনি মাটির দেন এটুকু ঠিক আছে। আপনি কি সয়েল কেমিস্ট্রির? তাহলে তো অধ্যাপক সুশীল মুখার্জীর চেলা!

ভবনাথ – না মাস্টারসাব হম্ কিসিকো চেলা না। বিজিনেস্ করি। সনাতন মুরমু আমার বিজিনেস্ পার্টনার হচ্ছে।

বৃন্দাবন – সনাতন মুরমু? স-না-ত-ন মুরমু? নামটা চেনা চেনা লাগছে।

ভবনাথ – চিনবেন আপনি। একসময় আপনার চেলা ছিল।

বৃন্দাবন – হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এই গ্রামের দক্ষিণে যে দেবস্থান বা গরাম থান আছে তার ঠিক পুবে একেবারে সীমানা বরাবর সনাতনের বিঘে চারেক ধান জমি আছে।

ভবনাথ – ছিল বলুন। আখুন নাই। ওখানে হামরা দুই বিজিনেস্ পার্টনার একটা রিসরট্ বানালো। পেলান রেডি।

বৃন্দাবন – সেকি! আদিবাসীর জমি তো এভাবে বেচাকেনা যায়না ভগবানবাবু।

ভবনাথ – ভগবান নেহি মাস্টারসাব। ভবনাথ - ভবনাথ সিং। আমরা রাজপুত আছে। আদিবাসীর জমিন কোনভাবে বেচাকেনা যায় ওটা স্যার হামার উপ্রে ছাড়ুন। ওহি এডভাইস্ দেনা হামারা ইসপেসালিটি সাব।

বৃন্দাবন – তা না হয় হোল। গরম থানে তিন বিঘের ওপর জমিতে কত রেয়ার ভ্যারাইটির বনসম্পদ আছে আপনি জানেন ভগবানবাবু, মানে ভবনাথবাবু? রিসরট্ অর্থাৎ হোটেল তার মানে লোকজন, পেছন পেছন গাড়ী, ডিজেল, ধোঁয়া -

ভবনাথ – (অসহিষ্ণু হয়ে) ব্যস্ মাস্টারসাব বাস্ করুন। একটা ফেশান হোলো গাড়ী, ডিজেল, ধোঁয়া। কুনু কাম আপলোগ করনে কো নহি দেঙ্গে। গাড়ী চলতে দিবেন না, তো আপনার ডিএম সাব পয়দল ঘুরবে? গাড়ী কেয়া পানি দিয়ে চালাবো না ডিজেলসে, পেটরোলসে? আর ধোঁয়া? বাহা পরবে সান্তালরা যে মশাল জ্বালায় ওসব মশাল ধোঁয়া ছাড়ল কি ছাড়ল না? কায়দা কা বাত বোলিয়ে মাস্টারজী।

বৃন্দাবন – (শান্তভাবে) সিংজী এবার আমি আপনার আসবার মানে বোধহয় ধরতে পারছি।

ভবনাথ – কী ধরতে পাচ্ছেন বোলিয়ে?

বৃন্দাবন – পরশু রাতে বিজাডিহিতে সব আদিবাসী মিলে মিটিং হয়েছে। তার আগে আশপাশ সাতটা গ্রামে ওদের গাঁবুড়োরা পঞ্চ ডেকেছিল। গরাম থান ওদের জীবনে কী সে আপনি জানেন সিংজী?

ভবনাথ – আমি জানে। ওরা জানে রোজানা রুপেয়া কামানো কেয়া হ্যায়?

বৃন্দাবন – না ওরা জানেনা। তাই বলে শাল, যে গাছের ভূমিকা আদিবাসীদের জীবনে কী ও কতটা তা আপনি জানেন না। কুসুম, মহুয়া, সেগুন, শাল, পলাশ, অর্জুন কোনও দিন ভেবেছেন ওদের পুজোর জন্য, বেঁচে থাকার জন্য কেন দরকার?

ভবনাথ – আমি জানে না। লেকিন এটা জানলো সব সে বঢ়া রুপাইয়া।

বৃন্দাবন – (এবার একটু স্বর উঁচু করে) সেটা আমি জানি। আমি ভূমিজ। ভূমি থেকে জাত। এই পুরুলিয়া, মানভূম, ধলভূম, সিংভূম আমার রক্তে সিংসাব। খোদা বলুন, রাম বলুন, ভগবান বলুন একদম মাগনা সব সাজিয়ে দিয়েছে। আমাদের জন্য। আপনার জন্য।

ভবনাথ – একদম সাচ্ বললেন। মিনি মাগনা পেলো তো পয়সা কামাতে অসুবিস্তা কেনো হোবে?

বৃন্দাবন – আপনি বুঝবেন না। জঙ্গল আমার, আপনার, সনাতন - তা সে শালডিহা কি ভজুডি যেখানকার হোক।

ভবনাথ – কি আর বুঝাবেন? সনাতন বিঘাতে ওয়ান লাখ এডভান্স লিল।

বৃন্দাবন – সে আপনি বুঝবেন। আমাদের ফরেস্ট রেঞ্জারকে দেখেছেন? দেখেছেন এডিশনাল এসপিকে?

ভবনাথ – কিঁউ। উস্ দোনো মে নয়া কেয়া হ্যায়?

বৃন্দাবন – রেঞ্জার রচনা তিরকে। চাবাগানের মেয়ে। এডিশনাল এসপি মিলি ভার্গিজ। কেরালার মেয়ে। দুজনেরই বাবা চা আর কফি বাগানের কুলি।

ভবনাথ – উও দোনোসে কেয়া লেনা দেনা মাস্টারসাব?

বৃন্দাবন – দুজনেই বিজাডিহি আর সাতটা গ্রামের গাঁবুড়ো, পঞ্চ সবাইকে মিট করেছেন। শুনলাম সনাতনের সাপোরটার দশ থেকে পনেরো জন। বাকি হাজারের বেশি - তীর ধনুক টাঙ্গি বল্লম নিয়ে তৈরি। ভালো কথা দুই কন্যারই সিক্স কোল্ট রিভলভারের লাইসেন্স আছে। দুজনেই দেব-বনস্থলী বোঝে। জানে। রক্ষা করবে বিজাডিহির দেব-বনস্থলী। কথা দিয়েছে।

ভবনাথ – (চিবিয়ে চিবিয়ে বলবে) তো আংরেজীমে বোলে বেটেল লাইন ইজ ডরন্। বহত খুব, বহত খুব।

বৃন্দাবন – না। নো ব্যাটল লাইন ইজ ড্রন সিংজী। মানুষের উপকার হয় এমন কাজ করুন। নেচার সবাইকে দিয়েছে অকৃপণ ভাবে। ভাগ করে নিন প্রসাদ।

(বিরতি)

পর্ব – পাঁচ

[কৃষিবিজ্ঞানী বৃন্দাবন মাহাত, দত্তাত্রেয় ঘোষ, তিয়াস বসু, এবং অগ্রসেন আচারিয়া (আগুরি চারী), বিজাডিহিতে বৃন্দাবন মাহাতর বাড়ির সামনে বারান্দায় বসে। সময় বিকেল]

বৃন্দাবন – (দত্তাত্রেয় ও তিয়াসকে) কী ক্লান্তি গেল? একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে তো? খুব ধকল গেছে সকাল থেকে তাই না?

আগুরি – শহরের মানুষ একটু ঘাবড়ে গেলেন বটে। ইদিকে যে এমন গোলমাল পেকে উঠিল তা তো বুঝলাম অনেক পরে।

দত্তাত্রেয় – বাস-টাস না পেয়ে আমরা ভেবেছিলাম আপনার এখানে আর আসা হল না। দাদা মুড়ি-ঘুগনীর ব্রেকফাস্ট করালেন।

তিয়াস – তারপর যা সব খবর আসা শুরু করল আমরা ভাবলাম কি কুক্ষণেই না বেরুলাম বাড়ি থেকে।

বৃন্দাবন – তো এডিশনাল এসপি মেমসাহেবের সাথে মোলাকাত হোল কীভাবে?

তিয়াস – চারীদার সাথে নানা গল্প হচ্ছিল। তবে কান খাড়া কখন বিজাডিহি, বিজাডিহি বলে কোন বাসের কনডাক্টর হাঁক দেয়।

দত্তাত্রেয় – খুব অবাক লাগছিল কোথায় কোলকাতা শহর আর কোথায় দাদার হাজার চুরাশির মায়ের শবরদের মধ্যে কাজ।

আগুরি – আমিও খুব আবাক বৃন্দাবনদা। এই মেয়্যাটা বলে প্রায় রোজ দিদির সাথে কথা বলত যখন দিদি কাঁকুলিয়া রোডের বাড়িটাতে থাকা করলেন। তো দুপুর হয়ে গেল। বাস নাই। স্ট্যান্ডের কাছেই হোটেলে ডিম-ভাত খালাম।

দত্তাত্রেয় – খেয়ে-দেয়ে আবার বিজাডিহির বাসের জন্য অপেক্ষা।

আগুরি – রাস্তাতে দাঁড়াতেই পুলিশের একখান গাড়ি এসে পেরায় ঘাড়ের ওপর। এক সিপাই জিজ্ঞাসা করল তোমরা কে বট। গাড়ির সামনে কালো চশমা চোখে পুলিশ মেমসাহেব কি এট্টা বলল। সিপাই বলল অফিসার বলছেন গাড়িতে ওঠা করো।

তিয়াস – আমি ভেবেছিলাম থানায় নিয়ে ঠ্যাঙাবে। গাড়ি স্টার্ট নিতে ঘাড় ঘুরিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলাতে বললেন বিজাডিহি যাচ্ছি, তোমাদের মিঃ মাহাতর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাব। বাট ডু নট রোম এবাউট। দিস ইভিনিং অনলি। কাল সব ঠিক থাকবে।

বৃন্দাবন – আমাদের এডিশনাল এসপি মিলি ভার্গিজ। কেরালায় বাড়ি। খুব স্পিরিটেড আর সৎ অফিসার। আমার এখানে যাতায়াত আছে। ট্র্যাডিশনাল ধান নিয়ে কথা হয়। বলেন মিঃ মাহাত আমাদের গ্রামে চলো। ওখানেও ট্র্যাডিশনাল ধান এখনো দু'দশটা পাবে।

দত্তাত্রেয় – আমাদেরও মনে হয়েছে খুব স্পিরিটেড। তা বার হতে বারণ করলেন কেন?

বৃন্দাবন – আসলে একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠেছে। তা তোমরা স্যাক্রেড গ্রোভ বলে কিছু শুনেছ বা জানো।

তিয়াস - আমরা আইটি ইন্ডাস্ট্রির লোক, খুব খাটাখাটনির চাকরী। দিন সাতেকের ছুটি পেলাম কাকার কাছে এলাম। সেই ফাঁকে একটু বেড়াতে আর কি।

বৃন্দাবন – এই স্যাক্রেড গ্রোভ বা দেবথান আদিবাসী জীবনে খুব মুল্যবান। আদিম মানুষ প্রকৃতির কাছে অসহায় ছিল তা জানো। সূর্য কেন ওঠে, চাঁদ কি, ঝড় বৃষ্টি ভুমিকম্প কেন হয় সে জানত না। ভয় পেত। এর থেকে বাঁচার জন্য সে প্রণত হত। পূজা করত।

তিয়াস – এই বিবর্তনের কথা আমরা পড়েছি। আদিম মানুষ বৃক্ষ থেকে খাদ্য জোগাড় করত। তার সংরক্ষণ করত।

দত্তাত্রেয় – প্রকৃতি নির্ভরতা মানুষকে প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখিয়েছিল।

বৃন্দাবন - বাস্তুতন্ত্র বলতে কি বোঝায় তোমরা জানো?

তিয়াস – ভূগোল আমার সাব্জেট। বাস্তুতন্ত্র মানে একটা সিস্টেম। প্রণালী। সমস্ত জীবগোষ্ঠী আর তার চারপাশের নির্জীব পরিবেশ একসাথে ক্রিয়াশীল থাকে। এই বাস করবার পরিবেশগত সিস্টেম বা প্রণালীকে বাস্তুতন্ত্র বলে। ঠিক?

বৃন্দাবন – ঠিক। তো আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ মাটি বাতাস জল আর নানান জীব। বেঁচে থাকবার জন্য মানুষ এই প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে নানান উপকার সুবিধে জোগাড় করে। এই সুবিধে বা উপকার পাবার ফলে মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব।

তিয়াস - আদিবাসী জীবনে এই পুজো-আচ্চাও কি মানুষের বেঁচে থাকা সহায়ক কোন ক্রিয়াপদ্ধতি?

আগুরি – মনে হয়। তবে কেবল আদিবাসীদের মধ্যে বললে ভুল হবে। বৃন্দাবনদা আমি মহেশ্বেতাদিদির সাথে রায়গঞ্জ গেলাম। আপনি জানেন।

বৃন্দাবন – সে তো অনেক বছর আগে। তুমি তখন কেবল স্কুল ছেড়েছ। রায়গঞ্জের বিষয়টা এঁদের বোঝাও।

আগুরি – আজ্ঞা হাঁ। সেখানে দেখলাম পাখ-পাখালির উৎসব।

দত্তাত্রেয় – সে আবার কি?

আগুরি – পাখ-পাখালির উৎসবে পাখিদের জমিতে পোকা খাবার নেমন্তন্ন। সেখায় ভূমিলক্ষীর পূজা ছাড়া জমির অনেক দিকে বাঁশের খুঁটি পোঁতা হয়। খুঁটিতে পাখিরা বসে। মাটির হাঁড়িতে পাখির ছবি এঁকে জমিতে বাঁশ পুঁতে তার মাথায় লাগিয়ে রাখে। এতে পাখিরা জমিতে আসে।

দত্তাত্রেয় – বেশ ইন্টারেস্টিং তো!

আগুরি – নানান রকমের ডাল শস্যের সাথে আখের গুড় মাখিয়ে পাখির খাবার হিসাবে জমির বিভিন্ন স্থানে ছিটিয়ে দেওয়া, যাতে পাখিরা খেতে পারে। সেটি আবার প্রসাদও বটে। মোট কথা পাখিরা যেন জমিতে এসে পোকা খায়।

বৃন্দাবন – জানোতো একটা লক্ষ্মীপেঁচা এক রাতে জমি থেকে দুশরও বেশি মাজরা পোকা খেতে পারে। মানে ইকোসিস্টেমে ব্যবস্থা আছে একজনের আরেকজনকে সার্ভিস দেবার। উপকারে আসা।

তিয়াস – ভাবতে পারছিস দত্তা?

দত্তাত্রেয় – না পারছিলাম না। এখন বুঝে পারছি। আচ্ছা কাকু এই স্যাক্রেড গ্রোভ বা দেবস্থান ব্যাপারটা কি?

বৃন্দাবন – জঙ্গলের বা অরণ্যের অধিকার নিয়ে অরণ্যবাসীর লড়াই বহু পুরনো লড়াই। এই জঙ্গল অরণ্যচারীকে খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্য, আনন্দ সব দেয়। কুসুম, মহুয়া, সেগুন, পলাশ, অর্জুন আরো শত সহস্র উদ্ভিদ, নানান মেডিসিনাল প্লান্ট বেঁচে থাকার জন্য ওঁদের দরকার। বাস্তুতন্ত্রে সব আছে বিনে পয়সায় ব্যবহারের জন্য।

দত্তাত্রেয় – কিন্তু জঙ্গল তো ক্রমেই শেষ হয়ে আসছে। আমরা শহরের মানুষেরা করছি, অরণ্যের অধিকার নিয়ে যারা লড়েন তারাও সর্বনাশ কম করেন না।

বৃন্দাবন – সবটা ঠিক না। সুন্দরবনে যারা মধু আনতে যান তাঁরা কেউ মাটিতে থুথু ফেলবেন না। গাছের কোন ক্ষতি করবেন না। কারণ, তোমার ভাতের জোগান যে করে তার রক্ষা তুমি করবে। এখানে তিন বিঘের ওপর জমিতে একটি স্যাক্রেড গ্রোভ বা দেবতা-থান আছে। কত রেয়ার ভ্যারাইটির গাছ আছে তা ভাবা যায় না।

তিয়াস – স্যাক্রেড গ্রোভ কি কেবল আদিবাসীদের মধ্যেই?

বৃন্দাবন – না। দেবতা-থান বা দেব-বনস্থলী কেবল উদ্ভিদ বা জঙ্গল রক্ষার জন্য হতে নাও পারে। পাহাড়, জল, ভুমি বা মাটি, একটা ঢিবি তা কেন্দ্র করেও হতে পারে।

তিয়াস – দেবতা-থানে কি কুসুম, মহুয়া, সেগুন, শাল, পলাশ এসব গাছ থকে?

বৃন্দাবন – না, না, সে এক লম্বা লিস্ট। নিম, বট, কুরচি, শিরিষ, আকাশমণি, বেল আরও কত। আমাদের এখানে একটা গাছ আছে লোকাল নাম ভাদু। আমার জানা এই গাছ আর মাত্র দুটো কি তিনটে আছে।

(দূরে একটা গোলমাল শোনা যাবে। বন্দুকের গুলির শব্দ তার সাথে)

বৃন্দাবন – (খুব উদ্বিগ্ন স্বরে) তা হলে কি শেষ পর্যন্ত এড়ানো গেল না সংঘাত!

আগুরি – (উত্তেজিত স্বরে) বৃন্দাবনদা আমি একবার এগিয়ে দেখি?

বৃন্দাবন – (খুব উদ্বিগ্ন স্বরে) তুমি? না, না গোলাগুলি তীর বল্লমের মাঝে পড়বে। পুলিস আছে। ঠিক সামলে নেবে।

আগুরি – (উত্তেজিত স্বরে) আপনি ভাববেন না। আমার চেনা জায়গা। লোকজন চেনা। আমার কিছু হবেনি।

(আবার গোলমাল শোনা যাবে। বন্দুকের গুলির শব্দ নেই এবার)

বৃন্দাবন – (খুব উদ্বিগ্ন স্বরে) ঠিক আছে, যাও। তবে খুব সাবধান। তিয়াস, দত্তাত্রেয়, চল আমরা ঘরে গিয়ে বসি।

(আগুরি ছুটে বার হয়ে গেল।)

বৃন্দাবন - (উচ্চ স্বরে) আরে আগুরি টর্চটা নিয়ে যাও।

(একটু দূর থেকে)

আগুরি – নেছি। আপনারা ঘরকে যান।

(ঘরে বসে)

বৃন্দাবন – তোমরা একটু বোসো। দরজা জানালা খুলো না বা কাছে যেও না। আমি একটু আসছি। ভয় পেয়ো না।

(বৃন্দাবন বাড়ির ভেতরে গেলেন। একটা খট খট শব্দ হচ্ছে)

তিয়াস – আমার ভয় করছে দত্তা। তোকে কোন বিপদে ফেললাম জানিনা।

দত্তাত্রেয় – ডোন্ট লুজ ইয়োর নার্ভ। আর্মড পুলিস ফোর্স আছে।

(বৃন্দাবন ওই ঘর থেকে ফিরে এলেন। হাতে একটা রাইফেল)

বৃন্দাবন – এটা নিয়ে এলাম। ইন কেস্ অফ অ্যান্ ইমারজেন্ট সিচুয়েশন।

(আবার গোলমাল শোনা যাবে। তবে অনেক কম)

বৃন্দাবন – মনে হচ্ছে গোলমাল কমে আসছে। তাই না?

দত্তাত্রেয় – অনেকটা সাবডিউড মনে হচ্ছে।

বৃন্দাবন – এমনিতে মিলি ভার্গিজ ম্যাম খুব কম্পিটেন্ট। ম্যানেজ করতে পারবেন আনরুলি ক্রাউড।

(বাইরে কার পায়ের শব্দ। আগুরির কন্ঠস্বর, বৃন্দাবনদা আমি আগুরি)

আগুরি – (হাঁপাতে হাঁপাতে) পুরুলিয়ার সেই মাফিয়া ভবনাথ বৃন্দাবনদা। তার পায়ে তীর ঢুকেছে একখান। সে তার বন্দুক থে গুলি করে। পুলিশ তারে দড়ি দে বাঁধে রাখল বটে।

বৃন্দাবন – আর সনাতন? সে নেই?

আগুরি – না তারে তো দেখলাম নাই। তবে তার দুটা ভাই আর শশুরারে দেখলাম। তাদেরও পুলিশ বাঁধিছে। আর পুলিশ ম্যাডাম বললেন আসবেন এখানে ফেরার সময়। রচনাদিদিরেও দেখলাম। তিনিও আসবেন।

বৃন্দাবন – থানের কোন ক্ষতি হয় নি তো?

আগুরি – দিতি গেল আগুন, তো গোলমাল তো ওখানেই সুরু বটে।

(বাইরে একটা গাড়ির হর্ন এবং থামার শব্দ)

আগুরি – পুলিশ ম্যাডামরা এলেন মনে হয়। আমি দেখছি।

সমাপ্ত